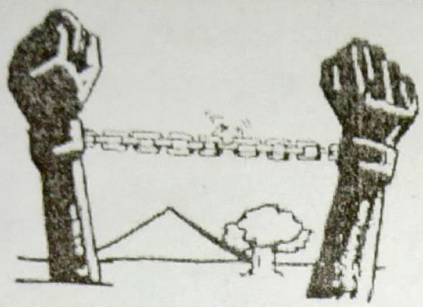

বন্দীমুক্তি কমিটির
সংবাদ বুলেটিন

সংখ্যা-ত্রয়োদশ | জানুয়ারি, ২০১১ | মূল্য-৫ টাকা

" ..... আমি ইউ.এ.পি.এ.-র তীব্র বিরোধী। আমি ও বহু মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠন শেষ পর্য্যন্ত ওই আইনের বিরুদ্ধে লড়ব।"

মহাশ্বেতা দেবী

বিনায়ক সেন □ নারায়ণ সান্যাল
পীযুষ গুহ □ A World To Win
পত্রিকার সম্পাদক
অসিত কুমার সেনগুপ্ত-র নিঃশর্ত
মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হোন

সুশীল রায় ■ প্রবোধ পুরকায়েত
পতিতপাবন হালদার ■ টম অধিকারী
বংশিবদন বর্মন ■ ছত্রে সুব্বা
খিং শোয়েলিনসহ সমস্ত রাজনৈতিক
বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই

এই সংখ্যায় লিখেছেন

বিভাস চক্রবর্ত্তী
প্রতুল মুখোপাধ্যায়
অনুসূয়া সেন
মানস জেয়ারদার
পাচু রায়
দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
সিদ্ধার্থ গুহরায়
ডাঃ পূন্যব্রত গুন
ডাঃ অশোক সামন্ত
ডাঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত
অজিত কুমার রায়
অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

সূচিপত্র

- আদালতের কাঠগড়ায় ১
- নেতাই গণহত্যা ৩
- আমরা কি সবাই ন্যাকা ৫
  বিভাস চক্রবর্ত্তী
- রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি ৭
  ডাঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত
- মানবাধিকার কর্মী ১১
  ডাঃ অশোক সামন্ত
- বিনায়ক সেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে ১৪
  ডাঃ পূণ্যব্রত গুণ
- সু-কু-মার পালা ১৫
  প্রতুল মুখোপাধ্যায়
- আমরা সবাই ব্যক্তি ১৬
  অজিতকুমার রায়
- বিনায়ক সেনের মায়ের আবেদন ১৮
  অনসূয়া সেন
- বিনায়ক সেন, নারায়ণ সান্যাল ২০
- শর্মিলা চানুর অনশন ২১
  মানস জোয়ারদার
- ভুয়ো সংঘর্ষে মানুষ খুন ২৩
  পাচু রায়
- রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ২৬
  অশোকেন্দু সেনগুপ্ত
- কাশ্মীর নিয়ে খোলাখুলি মতপ্রকাশ ২৮
  দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী
- স্বাধীন ভারতে কালা কানুন ২৯
  সিদ্ধার্থ গুহরায়
- আন্দোলনের কথা ৩১

ত্রয়োদশ সংখ্যা,
জানুয়ারি ২০১১,
মূল্য-৫টাকা

সম্পাদকীয়

আদালতের কাঠগড়ায়
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

আমাদের এই রচনা শুরু হচ্ছে রাইপুর আদালতে বিনায়ক সেন, নারায়ণ সান্যাল ও পীযূষ গুহর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে 'পিপলস্ ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রাটিক রাইটস্' নামক এক মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবাদী আবেদনটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে।

'বিনায়ক সেন মামলায় অন্যায় সাজার বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়ে যে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তা সত্যিই অভিভূত হওয়ার মতন। এই রায়ে ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত অনেকে বিক্ষোভ আন্দোলনের মাধ্যমে এক মঞ্চে সামিল হয়েছেন। এটা খুব পরিষ্কার যে, এই মঞ্চের জমায়েত যত বাড়বে ততই আমাদের অর্জিত শক্তিতে বিনায়ক ও অন্যান্য অনেককে মুক্ত করা সম্ভব হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর রাষ্ট্রিক আয়োজনের বিরুদ্ধে বিনায়ক সেনের বিষয়টি আজ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে। তথাপি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ব্যক্তি বিনায়ক সেনের মুক্তি ওই মামলার সহ অভিযুক্ত নারায়ণ সান্যাল ও পীযূষ গুহ সহ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অন্যায় মামলায় অন্যান্য অভিযুক্তদের মুক্তির দাবীর সঙ্গে এক বিস্তৃত পটভূমিতে দাঁড় করালেই এই প্রচার আন্দোলনের সামগ্রিক সাফল্য ঘটবে।'

'এই মামলায় পত্রবাহক হিসাবে অভিযুক্ত পীযূষ গুহকে কখনই জামিন দেওয়া হয়নি। গত তিন বছর মামলা চলাকালীন তার মা এবং বাবা মারা গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্যও পীযূষকে ছাড়া হয়নি। পীযূষকে আদালতে দাখিল করার আগে ৫দিন বেআইনীভাবে আটক রাখা হয়েছিল। পীযূষের হদিশ জানতে চেয়ে ছত্তিশগড়ের PUCL একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরই ওকে আদালতে তোলা হয়। এই সাজার ফলে পরিবার হারিয়েছে তাদের আয়ের একমাত্র সম্বল। ওর স্ত্রী রূপা গুহ গত সাত তিন মাস ধরে এক অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি,

ডা. বিনায়ক সেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

১৯৮৪-র দিল্লি-দাঙ্গার হত্যাকারীদের অধিকাংশের এখনও শাস্তি হয়নি, শ্রমিক-নেতা শংকর গুহ নিয়োগীকে যারা হত্যা করেছিল ১৯৯১-এর নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হওয়ার পরেও তারা উচ্চ আদালতে বেকসুর ছাড়া পেয়ে যায়। ১৯৯২-তে যারা রাম মন্দিরের নামে রথ ছুটিয়ে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গেছিল তারা আইন-আদালতের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। গুজরাট নরসংহারের নায়ক সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর প্রখ্যাত শিশুরোগবিদ, মানবাধিকারকর্মী ডা. বিনায়ক সেন রায়পুর জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন ২৪ ডিসেম্বর থেকে। বিনায়ক সেন কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য ছিলেন না। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাস করার পর সেখান থেকেই শিশুরোগ- বিদ্যায় এম.ডি. করেন। স্নাতকোত্তরে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল শিশুদের অপুষ্টি, এই গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দারিদ্র্য-ক্ষুধা-মৃত্যু-রোগপ্রবণতার মত সামাজিক বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

বাবা-মার ইচ্ছা ছিল ছেলে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাবে। কিন্তু জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক চিকিৎসা- বিদ্যা ও সামূহিক স্বাস্থ্য বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন বিনায়ক। স্বাস্থ্য তো কেবল রোগের অনুপস্থিতি নয়, সুস্বাস্থ্য হল শারীরিক-মানসিক-সামাজিক সুস্থতা। সেই সুস্থতার পথ খুঁজতে নামলেন বিনায়ক। প্রথমে যক্ষ্মারোগীদের নিয়ে কাজ মধ্য-প্রদেশের হোশাঙ্গাবাদ জেলায়। তারপর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থেকে বিকল্প স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস ছত্তিশগড়ে। তারপর ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের কাজ সিকি শতক জুড়ে। খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ ছত্তিশগড় দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের চারণক্ষেত্র। সেই সম্পদকে সম্পূর্ণ দোহন করার জন্য আদি-বাসীদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায় রাষ্ট্র, আদিবাসীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে গড়ে তোলে 'সালওয়া জুডুম'।

বিনায়ক জীবন শুরু করেছিলেন চিকিৎসক হিসাবে, রোগের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি ঢুকে পড়েন সমাজের গভীরে, সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি মানবাধিকার কর্মীতে পরিণত হন। আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে তিনি সক্রিয় হন মানবাধিকার সংগঠন পিপলস্' ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ্'-এর কর্মকর্তারূপে।

বিনায়ক হিংসায় বিশ্বাস করেন না, রাষ্ট্রীয় হিংসার যেমন তিনি বিরোধী, তেমনই বিরোধী মাওবাদী হিংসার। তবু বিনায়ক রাষ্ট্রের কাছে বিপজ্জনক। কেন না তিনি সমাজব্যবস্থার, রাষ্ট্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কাজ করেছিলেন। রাষ্ট্রের কাছে তিনি সশস্ত্র মাওবাদীদের চেয়েও বেশী বিপজ্জনক।

২০০৭-এর ১৪মে, বিলাসপুরে বিনায়ককে পুলিশ গ্রেফতার করে-মাওবাদীদের সংবাদবাহক হিসাবে তিনি কাজ করছেন এই অভিযোগে। তাঁর জামিনের আবেদন বারবার বাতিল করা হয়। দেশ-বিদেশব্যাপী প্রতিবাদে গত লোকসভা নির্বাচনের পর উচ্চতম ন্যায়ালয় ২০০৯-এর ২৫ মে তাঁকে জামিন দেয়।

২৪ ডিসেম্বর রায়পুরের সেশন কোর্ট বিনায়ক সেন, সি.পি.আই. (মাওবাদী)-র নেতা নারায়ণ সান্যাল ও কলকাতার ব্যবসায়ী পীযূষ গুহকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। বিনায়ক সেনকে ছত্তিশগড় বিশেষ জন সুরক্ষা অধিনিয়ম (২০০৫) এবং বেআইনী কার্যকলাপ নিরোধ আইন (১৯৬৭)-এ দোষী ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া তিনজনের বিরুদ্ধেই লাগানো হয়েছে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১২৪-এ ধারা (রাষ্ট্রদ্রোহ) এবং ১২০-বি ধারা (ষড়যন্ত্র)।

বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে যে প্রমাণগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে আছে একটা চিঠি যা নাকি নারায়ণ সান্যালের কাছ থেকে নিয়ে বিনায়ক পৌঁছে দেন পীযূষ গুহকে, সেই চিঠি বাজেয়াপ্ত করার সময় সাক্ষীর সই নেই। তিনি ১৮ মাসে ৩৩বার নারায়ণ সান্যালের সঙ্গে দেখা করেছেন, এও বিনায়কের দোষ। অথচ প্রতিবার বিনায়ক দেখা করেছেন জেল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে, হয় চিকিৎসক হিসাবে নারায়ণ সান্যালের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে অথবা পি.ইউ.সি.এল.-এর কর্মী হিসাবে বন্দীর আইনী প্রয়োজনে। বিনায়ক সেনের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্রাহ্য হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বিনায়ক সেনকে বন্দী করে রাষ্ট্র প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে চায়। বিনায়ককে রাজনৈতিক বন্দী না বলে বিবেকের বশে বন্দী (Prisoner Of Conscience) বলা উচিত। আমরা বিনায়কের মুক্তি চাই।